মনে পড়ে এমএন ইসলামকে

১ জানুয়ারি বছরের প্রথম দিন। আমরা সবাই একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি নতুন বছর আমাদের সবার জীবনে সুখ ও শান্তি বয়ে আনবে। সবাই আনন্দিত হই নতুন আনন্দে। ২০১৩ সালের এমন দিনেই আমরা হারিয়েছি আমাদের প্রিয় অভিভাবক ফ্লোরা লিমিটেডের চেয়ারম্যান এমএন ইসলামকে। তিনি শুধু ফ্লোরার চেয়ারম্যান ছিলেন তাই নয়, তিনি বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি জগতের একজন প্রধান ব্যক্তিত্বও ছিলেন।

আমি যদিও সেদিন তার পাশে থাকতে পারিনি, তবে উপস্থিত ছিলেন আমার সহকর্মীরা, বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও মরহুমের শুভাকাঙ্ক্ষীরা। মৃত্যুবার্ষিকীর এই দিনে হয়তো তাকে নিয়ে কোনো বড় স্মরণসভা হবে না, তবে তার অসংখ্য গুণগ্রাহী তাকে স্মরণ করছেন গভীর শ্রদ্ধায়, মনে করবেন তার দীর্ঘ কর্মজীবনের অনেক স্মৃতি।

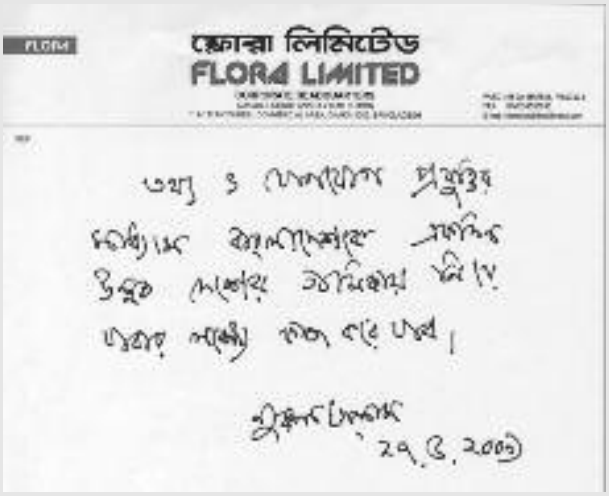

আর আমরা যারা তার সাথে কাজ করেছি, তারা স্মরণ করি আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিদিনের কর্মজীবনের নানা ঘটনায়। প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি হওয়ার পরেও তিনি তার সহকর্মীদের কাছে ছিলেন কতটা জনপ্রিয়, কতটা কাছের– আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

এমএন ইসলাম তার ছাত্রজীবনের শেষের দিকে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। আসলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন আমাদের শিক্ষক। হাতেকলমে কাজ শেখানোর ব্যাপারে তার কোনো তুলনা হয় না।

বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে তার বিরাট অবদান রয়েছে। আজকের বাংলাদেশ দেখে আশির দশকের প্রথমদিকে যখন তিনিসহ আরও দুয়েকজন অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন, তখনকার বাংলাদেশ চেনা যাবে না। মানুষের কাছে কমপিউটার ছিল এক অবাক বিস্ময়। কমপিউটার ছিল মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে।

সাধারণ মানুষের পক্ষে এর ব্যবহার ছিল অসম্ভব। গ্রাম থেকে শহর, এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিচরণ করে তিনি পরিশ্রম করেছেন মানুষকে সচেতন করতে, উন্নত প্রযুক্তি বাংলাদেশে সহজলভ্য করতে। কাজ করেছেন দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে, যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে আজকের বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি। কমপিউটারবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশনার পক্ষে নিরলসভাবে কাজ করেছেন তিনি।

সাধারণভাবে ব্যবসায়ীরা চিন্তা করতেন অল্প কর্মী কাজে লাগিয়ে বেশি মুনাফার। আর এমএন ইসলাম চিন্তা করতেন মুনাফা কম হলেও কত বেশি সংখ্যায় কর্মসংস্থান গড়ে তোলা যায়।

সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত এমএন ইসলাম সাধারণ গাড়ি, বিমানে সাধারণ শ্রেণিতে ভ্রমণ, পোশাক, খাবার ইত্যাদি সব কিছুতেই ছিলেন অতিসাধারণ। তিনি বলতেন, একজন মানুষের যা দরকার তার অনেক বেশি আমি পেয়েছি। অপব্যয় না করে সাধারণের কল্যাণে ব্যয় করা উচিত।

পরিবারের সাথে একান্ত মুহূর্তে ফ্লোরা লিমিটেডের চেয়ারম্যান এমএন ইসলাম

রাজনীতিসচেতন এমএন ইসলাম বলতেন– দেশ পরিচালনার দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের। আর ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব দেশের জন্য সম্পদ তৈরি করা। অনেক বিষয়ে তাকে অন্যরকম করে ভাবতে দেখেছি, যা অন্যদের মধ্যে ততটা দেখা যায় না। গ্রামে স্কুল তৈরি করে যখন নামকরণের বিষয় আসে, তখন তিনি গ্রামের নামে স্কুলের নামকরণ করেন। তিনি বলতেন, গ্রামের নামে প্রতিষ্ঠান হলে গ্রামের মানুষই তা রক্ষা করবে।

সঙ্কটের সময় ধীর-স্থিরভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতেন। ব্যবসায়ের কোনো দুঃসংবাদে তিনি বিচলিত হতেন না। বরং ওই সময় পত্রিকা পড়তেন অথবা পুরনো কোনো বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করতেন। ফলে আমরা অবাক হতাম।

কমপিউটার সমিতিসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকলেও নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন না। সবার সাথে সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করতেন। বয়সে ছোটদেরকে সম্মান করে কথা বলতেন।

এমন একজন মানুষের স্মৃতিকথা লেখা অনেক কঠিন। আমি শুধু দুই-একটি বিষয়, যা আমার মতো একজন সাধারণ কর্মীর চোখে ধরা পড়েছে, তা-ই বলার চেষ্টা করেছি। এই প্রবাস জীবনেও প্রতিটি মুহূর্তে এমএন ইসলাম আছেন আমাদের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি ঘটনায়। সারাজীবন চেষ্টা করব তাকে মনে রেখে চলার কজ

*লিখেছেন : **মনিরুজ্জামান রাজু**, কানাডা থেকে*